দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 26 JUL 1994
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৫

পরীক্ষায় দুর্নীতি রোধে প্রাতিষ্ঠানিক ভূমিকা

কাজী আনোয়ারুল ইসলাম খান

পরীক্ষায় দুর্নীতি কোন নতুন সমস্যা নয়, দীর্ঘদিন থেকে এই সমস্যা সমাজের সর্বস্তরে বিরাজ করছে। প্রাথমিক স্তর থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত এই সমস্যা প্রকট থেকে প্রকটতর আকার ধারণ করছে। এবং যত প্রকার দুর্নীতি হতে পারে সর্বপ্রকার উদ্ভাবিত হচ্ছে। পরীক্ষা হলে বই-খাতা নিয়ে যাওয়া, পরীক্ষা কেন্দ্রের আশপাশে অবস্থান করে পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে নকল সরবরাহ করা, পরীক্ষার হলে পরিদর্শক কর্তৃক উত্তর শিখিয়ে দেয়া, পরীক্ষার খাতার অংশ বিশেষ হলের বাইরে পাঠিয়ে দেয়া, পরীক্ষার নির্ধারিত সময় শেষ হবার পরও দরজা বন্ধ করে অবশিষ্ট উত্তর লেখার সুযোগ দেয়া, পরীক্ষার হলে একজনের পরিবর্তে অন্যজন পরীক্ষা দেয়া, হলের বাইরে পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে অন্য কারো মাধ্যমে খাতা লিখিয়ে সময় শেষ হবার আগে আগে হলের পরিদর্শককে জমা দেয়াসহ এমন কোন পন্থা নেই যা পরীক্ষা কেন্দ্রে হচ্ছে না। শুধু কি তাই? পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস তো উচ্চ শিক্ষাংগনের ক্ষেত্রে নিত্য ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। বিসিএস পরীক্ষায় তো প্রশ্নপত্র ফাঁস হতেই হবে প্রতিবছর।

এ সবকিছু কেন হচ্ছে তা তলিয়ে দেখলে বস্তুত শুধুমাত্র ছাত্ররাই দায়ী বলে হলফ করে বলা যাবে না। যত দোষ শুধুমাত্র নন্দ ঘোষের উপর চাপিয়ে দিয়ে দায়সারা যেমন হওয়া যাবে না আবার ছাত্ররাও সূফী আহছানুল্লাহ হিসেবে দাবী করলেও হবে না। এ জন্য অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে খতিয়ে দেখলে স্পষ্টত প্রতিভাত হবে যে, ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক, শিক্ষাংগন, বোর্ড এবং সরকার সকলেই কম বেশী এ সবরের জন্য দায়ী। কেউ ছাত্র হয়ে লেখা পড়ায় ফাঁকি দিয়ে বছরের অধিকাংশ সময় ক্লাস করা থেকে বিরত থেকে পরীক্ষাকেন্দ্রিক কিছু লেখাপড়া করে অবশিষ্ট উত্তর পরীক্ষার হলে লিখে নিয়ে তা লিখতে চেষ্টা করে, কেউ শিক্ষক হয়ে ছাত্ররা ক্লাসে না আসা সত্ত্বেও রীতিমতো লেখাপড়া না করার পরও পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার সুযোগ দিয়ে, পরীক্ষায় সফলতা লাভের ক্ষেত্রে ছাত্রদের অন্যায় প্রচেষ্টায় সহযোগিতা করে, পরীক্ষার হলে দুর্নীতি করে বা ছাত্রের দুর্নীতি সহ্য করে, কেউ অভিভাবক হয়ে আপন ছেলেমেয়ের লেখাপড়া এবং মেধার মান বিবেচনা না করে পরীক্ষায় কামিয়াব করার জন্য প্রতিষ্ঠান এবং পরীক্ষা কেন্দ্রকে প্রভাবিত করে এবং অবৈধ পন্থায় হলে ও পরীক্ষায় কামিয়াব হতে ছেলেমেয়েকে উৎসাহিত করে, কেউ শিক্ষাংগনের পরিচালক হয়ে বা সংশ্লিষ্টতা রেখে প্রতিষ্ঠানের পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধির লক্ষ্যে, ভাল ফলাফল করে শিক্ষাংগনের সুনাম (!) অর্জনের উদ্দেশ্যে পরীক্ষার্থীকে যে কোনভাবে সহযোগিতা করে অথবা সরকার কর্তৃক দেয় সাহায্য-সহযোগিতা প্রতিষ্ঠানের জন্য অধিক হারে লাভ করার নিমিত্তে যে কোন উপায়ে পাসের হার বৃদ্ধির জন্য পরীক্ষার্থীকে দুর্নীতির সুযোগ দিয়ে, কেউ বোর্ড কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব পালন করে প্রতিষ্ঠান প্রধানদের যোগসাজশে ছাত্র-ছাত্রীদের আংগুল ফুলে কলাগাছে রূপান্তিরত করার কাজে সহযোগিতা করে, পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণায় মেধার মান যাচাই করার ব্যবস্থা না করে, পরীক্ষা কেন্দ্রগুলোকে যথেচ্ছা আচরণের সুযোগ দিয়ে পরীক্ষা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দুর্নীতিকারী কর্মকর্তাদের সমূলে উৎখাত না করে পোষণের ব্যবস্থা করে কেউ দেশ এবং সরকার পরিচালনার কাজে অংশ নিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি অন্যান্য খাতের মতো প্রয়োজনীয় গুরুত্ব না দিয়ে দায়সারা গোছের দৃষ্টিতে দেখে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে দুর্নীতির আশ্রয় নিতে বাধ্যকরণমূলক আইন প্রয়োগ করে যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান দুর্নীতির ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ সেগুলোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিয়ে, যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের কারণে প্রতিষ্ঠানে দুর্নীতি সংঘটিত হয় তাদেরকে জেনে শুনে দেখেও না দেখার ভান করে লালন করে এসব দুর্নীতিকে জিইয়ে রাখার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। অথচ এটা কতই দুঃখ এবং লজ্জাজনক ব্যাপার যে, যেখান থেকে শিক্ষিত হয়ে দেশের আজকের ছাত্ররা আগামী দিনে জাতির হাল ধরবে যেসব ক্ষেত্রে দুর্নীতি রন্ধ্রে রন্ধ্রে বিরাজ করা সত্ত্বেও প্রতিকারের ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে না। পাশাপাশি এটাকে অনুৎপাদনশীল খাত হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে। বস্তুত এটা কি সত্য নয় যে, সকল উৎপাদনশীল খাতগুলো থেকে তখনই সফলতা লাভের আশা করা যেতে পারে- যখন সেখানে শিক্ষাংগন থেকে যাওয়া ব্যক্তিগুলো উপযুক্ত হয়ে দায়িত্ব নেবে। আর সেদিক থেকে শিক্ষাংগনকে দেশের সকল উৎপাদনশীল খাতে সফলতার মূল এবং একমাত্র উৎস হিসেবে আখ্যায়িত করা যেতে পারে। যদি তাই হয় তাহলে সর্বাগ্রে শিক্ষাংগনে বিরাজিত ধ্বংসাত্মক সমস্যাগুলোকে সমাধান করার বিষয়টা হাতে নেয়া প্রয়োজন। আর এটা বাস্তবায়নকল্পে সবচেয়ে বেশী যাঁরা ভূমিকা রাখতে সক্ষম তারা হলেন প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় নিয়োজিত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যদি ছাত্রদের দুর্নীতি মুক্তকরণে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করে তাহলে অতিসত্বর নকল প্রকাশসহ সর্বপ্রকার দুর্নীতি প্রতিষ্ঠানচ্যুত হবে নিঃসন্দেহে।

কারণ বর্তমানে যে সমস্ত দুর্নীতি লোক চোখে ভেসে আসছে তার সিংহভাগই প্রাতিষ্ঠানিক কারণে সংঘটিত হয়। প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্টগণ মনে করে থাকেন পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বেশী হলে এবং পাসের হার অধিক হলে প্রতিষ্ঠানের সুনাম বৃদ্ধি পাবে। পরবর্তী বৎসরে সে প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যাও বাড়বে। সাথে সাথে প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্টরাও প্রশংসিত হবে সমাজে। কিন্তু এই ধারণার পাশাপাশি এটাও তো মনে রাখা প্রয়োজন যে, দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভাল। ছাত্রসংখ্যা বেশী হলে প্রতিষ্ঠানের সৌন্দর্য বাড়বে। কিন্তু যখন সেখানে নকলবাজ ছাত্র-ছাত্রীর মাত্রা বেশী হবে এবং পরীক্ষায় তাদের উত্তীর্ণ করাতে গিয়ে যখন শিক্ষককে দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়তে হবে এবং সে কারণে যখন সে শিক্ষক বা পরিদর্শককে সাসপেন্ড হতে হবে এবং ক্ষেত্র বিশেষে প্রতিষ্ঠানের মঞ্জুরি কেটে দেয়া হবে এবং সে প্রতিষ্ঠানের বহিষ্কৃত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা যখন বড় অংকের হয়ে উঠবে অথবা সকল ছাত্র-ছাত্রীর ফলাফল স্থগিত কিংবা বাতিল ঘোষিত হবে তখন কি সুনাম গড়তে যাবার প্রচেষ্টা প্রতিষ্ঠান ধ্বংস এবং শিক্ষাংগনকে কলংকিত করার কারণ হয়ে উঠবে না?

তবে একথা স্বতঃসিদ্ধ যে, প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি হতে থাকুক এই চিন্তা সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্টগণের আছে এবং থাকবে। আর থাকাটাও স্বাভাবিক কিন্তু এই চিন্তার সাথে আরও যেটি সংযোজন করা প্রয়োজন সেটা হলো সকল শিক্ষার্থীকে নিজ নিজ মেধা অনুসারে মেধাবী করে তোলা। একথা কেউ দাবী করতে পারে না এবং দাবী করা যৌক্তিকও হবে না যে, একটি প্রতিষ্ঠানের সবক'টি পরীক্ষার্থী প্রথম বিভাগে অথবা প্রথম সারিতে উত্তীর্ণ হতে হবে। বরং সেখানে অবশ্যই তারতম্য হবে এবং তারতম্য হওয়াটা সংগত কারণেই যুক্তিযুক্ত। কারণ সকল ছাত্র-ছাত্রীর মেধা মনন সমপর্যায়ের আদৌ নয়। আর তাই প্রত্যেকেই নিজ নিজ মেধার ভিত্তিতে উত্তীর্ণ হয় এবং সে অনুপাতে বিভাগ লাভ করে। আর এই ধরনের হওয়াটাই উচিত। কিন্তু প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্টগণ বা অভিভাবক মহল যখন চাইবেন যে, তাঁর ছাত্র বা ছেলের মেধা থাকুক বা না থাকুক তাকে অবশ্যই ভাল ফলাফল করতে হবে। তাকে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ যে কোন পন্থায় করতে হবে। যখন এ মানসিকতা প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট বা অভিভাবকদের মনে স্থান পাবে তখনই দুর্নীতির ঘোড়ায় ছওয়ার হতে বাধ্য হয়ে উঠে সকলেই। আর এই ধরনের পেছনের দরজায় অর্জিত ফলাফলের বোঝা কাঁধে নিয়ে শিক্ষার্থী যখন পরবর্তী স্তরের ভর্তির জন্য তার প্রতিষ্ঠানগুলোর দ্বারস্থ হয় তখন বারটা বাজতে শুরু করে সকলের।

ছাত্র, শিক্ষক, প্রতিষ্ঠান এবং অভিভাবক সকলেই আলোচিত হন আংগুল ফুলে কলা গাছ হবার এই ফলাফল নিয়ে। তবে শিক্ষক এবং প্রতিষ্ঠানের ভাগে একটু বেশী পড়ে সুনামের মাত্রা। আর এই ফলাফলকে কেন্দ্র করে তুলকালাম কান্ড গড়ে তোলার মতো কেউ পিছু নিলে তো কথাই নেই। কেঁচো তুলতে গিয়ে সাপ বেরিয়ে আসবে। সে সাপের দংশনে ছাত্র তো মরবেই প্রতিষ্ঠানও মরি মরি পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি অবস্থায় পড়ে যেতে বাধ্য।

সুতরাং সবকিছুর ফলাফল স্বাভাবিকভাবেই হতে দেয়া চাই, অন্যায় যা হবার তাই হবে। আর এমন হতে দিলেই দুর্নীতির আশ্রয় নিতে হবে না কাউকে।

কিন্তু সব কথার শেষ কথা হলো ছাত্র-ছাত্রী দুর্নীতিমুক্ত হবার ক্ষেত্রে অন্যান্য সকল মহল অপেক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভূমিকাই বেশী। প্রতিষ্ঠান যদি ক্রমান্বয়ে এই কথা ছাত্র-ছাত্রীদের মন-মস্তিষ্কে ঢুকিয়ে দিতে পারে যে, আভ্যন্তরীণ পরীক্ষাগুলোতে ভাল ফলাফল করতে না পারলে প্রমোশন দেয়া হবে না কিছুতেই। যে কারো অনুরোধ কিংবা অনুযোগ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। আভ্যন্তরীণ পরীক্ষাগুলোতে কোনভাবে কোন প্রকার দুর্নীতি করতে দেয়া হবে না। দুর্নীতিকারী ছাত্রদের অবশ্যই দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিসহ প্রতিষ্ঠানচ্যুত করা হবে। প্রতিষ্ঠান যদি সিদ্ধান্ত নেয় বছরের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অবশ্যই পাঠ্যসূচী সমাপ্তসহ ছাত্র-ছাত্রীদের সকল অধ্যায়ের প্রশ্নোত্তর ক্লাসে অনুশীলন করতে হবে। সিলেবাস সমাপ্ত করতে অপারক শিক্ষকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়ে পরবর্তী সময়ে অবশিষ্ট শিক্ষকদের সে বিষয়ে বাধ্য করাতে হবে। প্রতিষ্ঠান যদি ইচ্ছা করে যে, নির্বাচনী পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের কিছুতেই কেন্দ্রীয় পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়া হবে না। প্রয়োজনে পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা স্বল্প হোক। প্রতিষ্ঠান যদি এই বিষয়ে দৃঢ় হয়ে উঠে যে, পরীক্ষার হলে পরীক্ষার্থীকে কোনভাবে সাহায্য করা হবে না। প্রয়োজনে পরীক্ষার খাতা বা উত্তরপত্র সাদা থেকে যাক। প্রতিষ্ঠান যদি এই ব্যাপারে কঠোর হয় যে, পরীক্ষার্থী পরীক্ষার খাতায় যা লিখেছে যে অনুপাতে যে ফলাফল বেরিয়ে আসে তা মেনে নিতে হবে। অন্য কোনভাবে নম্বর বৃদ্ধি করানোর বা ফলাফল পরিবর্তন করাণোর কাজে অগ্রসর হবে না। প্রতিষ্ঠান যদি এ বিষয়ে সংকল্প বদ্ধ হয়ে উঠে যে, অকৃতকার্য পরীক্ষার্থী প্রয়োজনে পুনরায় পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করলে তাকে উত্তীর্ণ করানোর চেষ্টা বা কোন প্রকার তদবির করা যাবে না। তখনই সম্ভব হবে ছাত্রদের তাদের মেধা অনুসারে ফলাফল অর্জন করার সুযোগ দেয়া এবং ক্রমান্বয়ে অন্তত প্রাতিষ্ঠানিক কারণে হলেও দুর্নীতির উপর ভিত্তি করে যারা ফলাফল ভোগ করতে চায় তারা কিছুটা লেখাপড়া করতে বাধ্য হবে। আর এভাবেই ছাত্রদের মধ্যে দুর্নীতি করে ফলাফল ভোগ করার মতো নিচু মানসিকতা হ্রাস পেতে থাকবে। অন্যথায় সরকার কর্তৃক আরোপিত সকল আইন এবং ব্যবস্থা নথিভুক্ত থেকে যেতেই বাধ্য।